দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

৭৪

# সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'ডবল শিফটে' নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ভাগ্য অনিশ্চিত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি সারা দেশের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'ডাবল শিফটে' নিয়োগপ্রাপ্ত দু'হাজার শিক্ষকের ভাগ্যকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। হতাশা ও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষাদানের মতো একটি সম্মানজনক পেশায় যথারীতি কর্তব্য সম্পাদনের পরও সরকারের 'করুণার পাত্র' হিসাবে অবমূল্যায়ন তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে। আলোচ্য চিঠির ভাষ্যে সরকারের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব এবিএম মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এ চিঠিতে দেশের ৬২টি সরকারী বিদ্যালয়ে ডাবল শিফটে নিয়োগপ্রাপ্ত ১,৯৭৭ জন শিক্ষককে ঈদের 'আগে 'মানবিক কারণে', বেতন প্রদান এবং সরকার এ পদগুলো সংরক্ষণ না করলে শিক্ষকগণ তাঁদের বেতন-ভাতা ফেরত দিবেন এ মর্মে 'মুচলেকা' নেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর লেখা হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্রমাগত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সরকার ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ২২টি পুরনো জেলা শহরের ৬২টি বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট খোলেন। এতে ১,৯৭৭টি শূন্য পদের বিপরীতে নতুন প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়। বিশ-পঁচিশ বছর ধরে চাকরি করছেন এমন শিক্ষকদের দিয়েও অতিরিক্ত শিফটের কিছু শূন্য পদ পূরণ করা হয়। ১৯৯১ সালের ১ জুন থেকে ডাবল শিফটের জন্য শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়।

জানা গেছে, এসব নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী অনুমোদন মেলেনি। অস্থায়ী ভিত্তিতে সৃষ্ট এ পদগুলো সংরক্ষণের মেয়াদ দু'বার বাড়িয়ে ৩১ মে '৯৩ পর্যন্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে সে মেয়াদও বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। চিঠিতে ৩১ মে '৯৪ পর্যন্ত পদ সংরক্ষণের প্রক্রিয়া চলছে বলে উল্লেখ করে 'মানবিক কারণে' মার্চ '৯৪ পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে পদ সংরক্ষণ না হলে এ বেতন-ভাতা শিক্ষকদেরও ফেরত দিতে হবে। এ মর্মে 'মুচলেকা' নেয়ার কথা ঐ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ চিঠির ভাষ্য বিশ-পঁচিশ বছর চাকরিরত এবং ডাবল শিফটে পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকরি হারানোর হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষকদের মধ্যেও হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।